পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার নির্বাচন উত্তরবঙ্গের ২টি কেন্দ্রে কুচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে আগামী ১১ই এপ্রিল প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের হলফনামার ভিত্তিতে প্রস্তুত করা বিস্তারিত তথ্যাবলী

পশ্চিমবঙ্গ সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার দুটি কেন্দ্রে যথা কুচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে আগামী ১১ই এপ্রিল ২০১৯ এ যে নির্বাচন হচ্ছে তাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সর্বমোট ১৮ জন প্রার্থীর হলফনামা পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ ও এ.ডি.আর বিশ্লেষণ করেছে। এই বিশ্লষণ থেকে বেরিয়ে আসা তথ্যগুলি নিম্নরূপ ঃঃ

এই দফায় নির্বাচনী লড়াই-এ রয়েছেন বিজেপি-র ২ জন,তৃণমূল কংগ্রেসের ২ জন, জাতীয় কংগ্রেসের ২ জন, এস.ইউ.সি.আই এর ২ জন,অল ইন্ডিয়া ফরওয়াড ব্লকের ১ জন, কামতাপুর পিপলস পার্টির(ইউনাইটেড) ১ জন, আর.এস.পি র ১ জন, নির্দল প্রার্থী ৫ জন এবং অন্যান্য দলের প্রার্থী ২ জন রয়েছেন।

বিভিন্ন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত নির্বাচন প্রার্থীঃ

যে ১৮ জন প্রার্থীর হলফনামা বিশ্লষণ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ৬ জন (৩৩%) প্রার্থীর বিরুদ্ধে স্বঘোষিত বিভিন্ন গুরুতর ফৌজদারী মামলা রয়েছে যেমন খুন, খুনের প্রচেষ্টা, অপহরণ ধর্ষণ ও নানাবিধ মামলা যা জামিন অযোগ্য বা অপরাধ প্রমান হলে যার নূন্যতম শাস্তি ৫ বছরের কারাবাস।

উপরোক্ত ৬ জনের মধ্যে বিজেপি-র ২ জন ও এস.ইউ.সি.আই,অল ইন্ডিয়া ফরওয়াড ব্লক, কামতাপুর পিপলস পার্টির(ইউনাইটেড) ১ জন করে ও ১ জন নির্দল প্রার্থী রয়েছেন।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট যে হলফনামা পশ্চিমবঙ্গ ইলেকশন ওয়াচ ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলির বারংবার অনুরোধ সত্ত্বেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি নানাবিধ গুরুতর ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে এখনও কোনরূপ দ্বিধা বোধ করেন না।

নির্বাচন প্রার্থীদের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটঃ

এই দফার নির্বাচনে ১৮ জন প্রার্থীর মধ্যে ১ জন প্রার্থী তৃনমূল কংগ্রেসের শ্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারীর সম্পদ ৪ কোটি টাকার বেশী। এই দফায় তিনিই একমাত্র কোটিপতি প্রার্থী। প্রার্থীদের গড় সম্পদের পরিমান ৫৫.৬৩ লক্ষ টাকা।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের দলীয় চিত্রটি হল তৃনমূল কংগ্রেসের ২ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ২.৫৪ কোটি টাকা, বিজেপি-র ২ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ৫৫.২৪ লক্ষ টাকা, জাতীয় কংগ্রেসের ২ জন প্রার্থীর গড় সম্পদ ৪৭.৯২ লক্ষ টাকা এবং এস.ইউ.সি.আই প্রার্থীর গড় সম্পদের পরিমান ৬.৪৫ লক্ষ টাকা।

এই পর্যায়ের ১৮ জনের মধ্যে ৮ জন প্রার্থী তাঁদের দায় বা লাইবেলিটিসের কথা উল্লেখ করেছে। এদের মধ্যে সবার আগে রয়েছেন তৃনমূল কংগ্রেসের শ্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারীর ও সবার শেষে রয়েছেন আর.এস.পি-র মিলি ওঁরাও (৩.০৪ লক্ষ)

১৮ জনের মধ্যে ১০ জন প্রার্থী আয়কর রির্টাণ সম্পর্কে কোন তথ্য দেন নি। এদের মধ্যে ৪ জন নির্দল প্রার্থী,আর.এস.পি র ১ জন;এস.ইউ.সি.আই এর ২ জন;কামতাপুর পিপলস পার্টির(ইউনাইটেড) ১ জন উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে নির্দল প্রার্থী শ্রী নরেশ চন্দ্র রায়ের মোট সম্পদ ৭০ লক্ষের বেশী, কামতাপুর পিপলস পার্টির(ইউনাইটেড) এর শ্রী কংসরাজ বর্মণের মোট সম্পদ ৩১ লক্ষের বেশী এবং এস.ইউ.সি.আই এর শ্রী রবিছান রাভার মোট সম্পদ ১০ লক্ষের বেশী কিন্তু এই ৩ জনের কেউই প্যান কার্ডের তথ্য দেন নি। **সর্বমোট ৩ জন অর্থাৎ ১৭% প্রার্থী প্যান কার্ডের তথ্য দেন নি।**

২ জন প্রার্থী তাঁদের আয়ের উৎস সম্পর্কে কোন তথ্য দেন নি।

৮ জন প্রার্থীই কেবল আয়কর সংক্রান্ত তথ্য দিয়েছেন এবং এরা ৫ বছরের আয়করের তথ্য দিয়েছেন। প্রার্থীদের মধ্যে সবথেকে ধনী প্রার্থী হলেন বিজেপি-র শ্রী নিশীথ প্রামানিক, ইনি পেশায় ব্যবসায়ী। এনার ২০১৭-২০১৮ সালের স্বঘোষিত আয় ১০ লক্ষ টাকার বেশী। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন জন,অল ইন্ডিয়া ফরওয়াড ব্লকের শ্রী গোবিন্দ চন্দ্র রায়। এনার বার্ষিক আয় ৮ লক্ষ টাকার বেশী এবং তৃতীয় স্থানে রয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের শ্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী যার আয় ২০১৭-২০১৮ সালে ৭ লক্ষ টাকার বেশী বলে তিনি জানিয়েছেন।

নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতারত প্রার্থীদের আর্থিক প্রেক্ষাপট দেখে এটা বলাই যাই যে রাজনৈতিক দলগুলি কোটিপতি বা উচ্চবিত্ত প্রার্থীদের নির্বাচনে মনোনয়ন দিচ্ছে। অথচ এদের অনেকেরই আর্থিক দায়বদ্ধতা বোধ নেই যেজন্য তারা অনেকেই আয়কর তথ্য বা প্যান কার্ড সম্পর্কে কোন তথ্য হলফনামায় প্রকাশ করেন নি।

অন্যান্য তথ্যাবলীঃ

এই দফার ১৮ জন প্রার্থীদের মধ্যে বয়সের দিক থেকে ৫০ বা তার কম বয়সী প্রার্থীর সংখ্যাই বেশী, মোট ১৩ জন (৭২%), ৫ জন প্রার্থীর বয়স ৫১ থেকে ৭০ এর মধ্যে।

১৮ প্রার্থীদের মধ্যে ২ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছেন অর্থাৎ মাত্র ১১% মহিলা প্রার্থী প্রথম দফার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। যদিও সব রাজনৈতিক দলই মহিলাদের ক্ষমতায়ন, এমনকি সংসদে মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষনে কথা বলেন কিন্তু কার্যত ভোট যুদ্ধে মনোনয়ন পাওয়ার ক্ষেরে এখনও পুরুষ প্রার্থীদেরই পাল্লা ভারী।

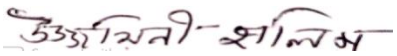

(উজ্জয়িনী হালিম)
রাজ্য সংযোজক